যুগান্তর

তারিখ ... 13 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

আজ ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

শাবিতে মহাপরিকল্পনার সিকি ভাগও বাস্তবায়িত হয়নি

নাইমুল করীম নাইম, *শাবি প্রতিনিধি*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৮ বছর পেরিয়ে গেলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি মেলেনি। বাস্তবায়ন হয়নি মহাপরিকল্পনার সিকিভাগও। পরিবহন, আবাসন, ক্লাসরুম, চিকিৎসা, বিনোদন, শিক্ষকসহ নানা সংকটের মুখোমুখি এখনও শাবি। এর সঙ্গে বাড়তি যোগ হয়েছে বাজেট ঘাটতি। প্রায় ৩ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতিতে পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। ১৯৯১ সালে সিলেটের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু করলেও এখনও পূর্ণতা পায়নি। আজ ১ ফাল্গুন। শাবি ১৮ পেরিয়ে ১৯ বছরে পদার্পণ করেছে। গত বছরের মতো এবারও 'শাবি দিবস' পালনের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

শাবির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যাম্পাস পরিষ্কার করা ছাড়াও ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। রাস্তার দু'পাশে রঙ-বেরঙের পতাকায় শোভিত করা হয়েছে ক্যাম্পাসকে। দিবসটিকে সফল করে তুলতে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বের করা হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এতে সব স্তরের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগে এবার 'শাবি দিবস' উপলক্ষে কোন কর্মসূচি না থাকলেও 'বসন্তবরণ' উপলক্ষে নানা আয়োজন। নাটা সংগঠন শিক থিয়েটার সকাল সাড়ে ৯টায় ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করেছে। বিকালে থাকবে বসন্তবরণ সঙ্গীত আড্ডা। এছাড়াও থিয়েটার স্বপ্ন, সাংস্কৃতিক সংগঠন শিকড়, আবৃত্তি সংগঠন শাভৈ শাবিতে

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

শাবিতে : বাস্তবায়িত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বসন্তবরণ উপলক্ষে ঘরোয়াভাবে নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে।

জানা যায়, ১৯৮৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনায় বিগত বছরে ২৫ ভাগও বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমানে মহাপরিকল্পনার তোয়াক্কা না করেই চলছে শাবি। ১৯৮৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ২০১৫ সাল নাগাদ স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং এমফিল ও পিএইচডি কোর্স চালু, আবাসন, পরিবহন, চিকিৎসা, বিনোদনের সুযোগ-সুবিধাসহ ১ হাজার ৫শ' শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের কথা মাথায় রেখে ৩০ বছর মেয়াদি এ পরিকল্পনা করা হয়। এ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষদ ও ইন্সটিটিউটের অধীনে ৩৭টি বিভাগ চালু করার কথা থাকলেও চালু হয়েছে মাত্র ২৩টি বিভাগ। আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে ৬টি ছাত্র হল ও ৩টি ছাত্রী হল নির্মাণের কথা। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র হল আছে মাত্র ২টি এবং ছাত্রী হল ১টি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ১৫ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য ২৮টি কোয়ার্টার স্থাপনের কথা থাকলেও নির্মিত হয়েছে মাত্র ৩টি। সহায়ক ও সাধারণ কর্মচারীদের জন্য ২৮টি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের পরিবর্তে নির্মিত মাত্র ১টি। স্টেডিয়াম নির্মাণের কথা থাকলেও তা হয়নি। জিমনেশিয়ামের আংশিক নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষা ভবন ৫টি করার কথা থাকলেও হয়েছে মাত্র ১টি। ১৭টি একাডেমিক ব্লকের মধ্যে মাত্র ৫টি নির্মাণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষকদের মিলনায়তন টিএসসিও যেমন নির্মিত হয়নি, নির্মিত হয়নি সুইমিংপুল, সিনেট হল, বিজ্ঞান কারখানা, প্রজেক্ট অফিস, বিপণি কেন্দ্র, নিরাপত্তা ক্যাম্প, লেক, ইলেকট্রিক সাবস্টেশন। খেলার মাঠ দুটির মধ্যে ১টি। টেনিস কোর্ট ৫টির মধ্যে হয়েছে মাত্র ১টি, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড হওয়ার কথা ছিল ৩টি। হয়েছে মাত্র ১টি।